বালিঘড়ি

আজম মাহমুদ



প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

বালিঘড়ি

আজম মাহমুদ



জন্ম- ১০ আগষ্ট ১৯৮০, রাজশাহী
ইমেইল- ajombd@gmail.com

আমি মানুষ মানিনি, দেখিনি ঈশ্বর
চিনেছিলাম শুধু প্রেম
সে প্রেম আজ হয়ে গেছে
পৌষে ঝরে যাওয়া রাতের রূপালী শিশির...

বালিঘড়ি
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
আজম মাহমুদ

ই-বুক প্রকাশকাল
১০ আগষ্ট, ২০১৩
২৬ শ্রাবণ, ১৪২০

প্রচ্ছদ
আন্তর্জাল সংগ্রহ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

ক্রম

তোমার আছে রাজপুত্তুর, আমার মহাকাল	৬	২১	দুঃখসুরা
এক জীবনে আমার অনেক জীবন	৭	২২	সাদৃশ্য
মৃত্যুইচ্ছা	৮	২৩	বৃক্ষপুরাণ
তোমার খোঁজে পূর্ব দিগন্তের পথে	৯	২৪	অতৃপ্ত চোখের বিশ্বাস
ভালোবাসি এই সময়ের মতো	১০	২৫	তানপুরার তারগুলো ডেকে ওঠে তোমার নামে
মনে প্রেম থাকলে	১১	২৬	যখন ঢুকে যাই কুকুরের খোলসের ভেতর
চল্লিশবছর পর কিংবা নতুন জন্মের আগে	১২	২৭	চিরবন্ধ দরজা
পার্শ্বচিন্তা	১৩	২৮	অভিনয়েই গেলো প্রায় দুই সিকি শতাব্দি
বালিঘড়ি	১৪	২৯	কষ্টরঙ
বিশ ডিসেম্বর দুই হাজার বারো	১৫	৩০	আমি
ডিসেম্বর একটা নদী	১৬	৩১	এতো কিছু চাইনি আমি
জলজসূত্র	১৭	৩২	স্ববিরোধ
নিটোল নিবাস	১৮	৩৩	নুনজলের স্বাদ
প্রেমপুরাণ	১৯	৩৪	তলানীপ্রেম
ইচ্ছে	২০	৩৫	আমার কোন ঈশ্বর নেই

তোমার আছে রাজপুত্তুর, আমার মহাকাল

এই রকম জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনে
টেনেটুনে সাতটা জীবন লিখে দিতে পারবো
এর বেশি পেরে ওঠা আমার জন্য সম্ভব হবে না-
লাইলী-মজনুর মতো অতো বেশি প্রেম আমার নেই
হোক, তবু আমার প্রেম কাল্পনিক নয়, নয় কোনও
মহাকাব্যের বিষয়বস্তু, এইটুকু গর্ব করতে দিও।
তোমার রাজপুত্তুরদের নিয়ে তুমি সুখে থাকো
আমি যুগে যুগে কালে কালে, জন্ম-জন্মান্তরে
এভাবেই রাখাল বালকের মতো ভালোবেসে যাবো।
মহাকাল গিয়ে পড়বে মহাকালের গায়ে
আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখবো কেমন করে
আমার বিরহগুলো গিয়ে পড়ছে বিরহের গায়ে।

০২.১১.২০১২

এক জীবনে আমার অনেক জীবন

এক জীবনে আমার অনেক জীবন, অনেক ঘর, অনেক নারী, অনেক বিশ্বাস আমার অন্তর জুড়ে, অনেক মৃত্যু আমার এক মৃত্যুর ভেতর। তোমাদের মতো এক চেনা রাস্তায় প্রতিদিন চলতে গিয়ে আমার ভীষণ ক্লান্তি আসে। সমুদ্রের মতো আমার বেঁচে থাকা, এক ঢেউয়ের বুকে চড়ে বসে অনেক ঢেউ, একরাতেই জোয়ার একরাতেই ভাটা। রঙধনুর মতো জীবন আমার- এক বুকেই ধারণ করি পৃথিবীর তাবৎ রঙ।

০৩.১১.২০১২

মৃত্যুইচ্ছা

মানুষের একটি ক্ষমতার
বিশেষ প্রয়োজন ছিলো-
‘এক, দুই, তিন- আমি মরে যাবো,
...আমি মরে গেলাম।’

০৬.১১.২০১২

তোমার খোঁজে পূর্ব দিগন্তের পথে

একটু বেশি অন্ধকার রাতে পূর্ব আকাশের একটি তারা একটু বেশি জ্বলজ্বল করে জ্বলে, ঠিক করেছি আজ রাতে আমি ওর খুব কাছে চলে যাবো। অথচ কিছুতেই যেতে পারছিনা- কারণ তুমি থাকো পশ্চিমে, আর জ্বলজ্বলে তারাটি পূর্বদিগন্তে। তোমাকে দূরে ফেলে রেখে কিছুতেই তারাটির নিকটবর্তী হবার সাহস করতে পারছিনা। তোমার আমার প্রেমবিষয়ক ভ্রমণ কাহিনীটিও আজ মৃত, ফলে তোমাকে নিয়ে তারাটির কাছে চলে যাবো সেই রাস্তাও খোলা নেই।

ও হ্যাঁ ভালো কথা, তারাটি এক্ষুণি কথা দিয়েছে- ওর কাছে গেলে একদিন না একদিন তোমাকে পাবোই। তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি পূর্ব-পশ্চিম কবে ভেবেছিলাম? তাই পশ্চিমকে পিছনে রেখে আমি উড়ে যাচ্ছি পূর্ব দিগন্তের পথে।

০৬.১১.২০১২

ভালোবাসি এই সময়ের মতো

মাথা উঁচু করা পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে থেকে
কথা বলে দিনরাত আকাশের সাথে।
তুমি আর আমি বীরদর্পে আকাশ ছুঁয়ে থাকা
এই পাহাড়গুলোকে অতিক্রম করে যাই
ভালোবাসার গর্বিক অহংকারে,
পাল্‌সে পাল্‌সে অবলীলায় বলে চলি-
আমাদের ভালোবাসা আকাশের চেয়ে বড়
পাহাড়ের চেয়ে বিশাল, সাগরের চেয়েও গভীর।

আজ পাহাড়ের কাছে এসে বুঝতে পারি
আমরা কতো ভুল উপমা ব্যবহার করেছি-
সাগরের গভীরতায় নয়, আকাশের শূণ্যতায়ও নয়
পাহাড়ের উঁচু করা শিরে তোমার হাতটা ধরে
উঠে গিয়ে একবার যদি বলতে পারতাম-
'ভালোবাসি এই সময়ের মতো'

একটুও মিথ্যে বলা হতো না...।

২৫.১১.২০১২
সিলেট

মনে প্রেম থাকলে

জলজোছনায় কবিতা কুড়াই,
মন্দিরে তুমি, মসজিদে আমি,
হলো সে একই কথা-
মনে প্রেম থাকলে সব ঘরই তাজমহল।

না থাকলে প্রেম মনে-
দেখি শুধু আগ্রার জৌলুস
শাহ্‌জাহানের হৃদয় কখনই বুঝবেনা
যদি না থাকে প্রেমবর্তী একটা বুক।

৩০.১১.২০১২

চল্লিশবছর পর কিংবা নতুন জন্মের আগে

নিদ্রামগ্ন পাথরের বুক কেঁপে উঠে
হঠাৎ চল্লিশবছর পর,
যেবুকে প্রাণ ছিলো কোন এককালে
সেবুক কাঁপবেই প্রেমের সঠিক আহ্বানে।

অন্তরাত্মায় উঠেছে ঝড়, জোৎস্নারা সব
লুকিয়ে পড়েছে শরীরের ভাঁজে
চল্লিশবছর পর বাজছে গান-
আজ জোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে...

১৭.১২.২০১২

পার্শ্বচিন্তা

জল-মেঘ-আগুন, ঘুম-স্বপ্ন-নতুনজন্ম
বাধা দিলে থেমে যায় সমুদ্র-নদী
আঘাতের কথায় বিলক্ষণ পোড়ে মন
তবু রেখেছি মনে-
শেষ বিকেলে মেলায় নাচা মেয়েটির স্তন।

১৭.১২.২০১২

বালিঘড়ি

(কয় দমে হয় দিন রজনী ঘুরানা ফিরানা,
কয় দমে বাজে ঘড়ি করোরে ঠিকানা- লালন সাঁই)

কুয়াশা ভেঙ্গে গেলে শূণ্যস্থান দখল করে
কিছু স্বচ্ছ বাতাস- কুয়াশার বিপরীতে যেন আশা
সহস্র বছরের ইতিহাস একপাতায় কুয়াশা-অন্যটায় আশা।

এখনও আরব সাগরের নিচে বালিঘড়িতে সময়
মেপে যায় সৌদী বাদশা'র গোলাম,
এতো শতাব্দির পর তবু কাটলো না- জলের তৃষ্ণা,
অন্ধকারের ভয় কিংবা মৃত্যুবঞ্চিতদের কষ্টপ্রদোষ।

মঙ্গল গেলে শনি আসে
শনি গেলে ফিরে মঙ্গল
যেন 'বালিঘড়ি', একই বালিতে মাপা হয় পৃথিবীর বয়স।

১৮.১২.২০১২

বিশ ডিসেম্বর দুই হাজার বারো

কথা ছিলো মরে যাবার, মরতে পারিনি
আর একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে
দিব্যি বেঁচে আছি হ্যাংলার মতো।

বিশ তারিখ আসলে ডিসেম্বরের
শীতে বুকটা চিন্‌চিন করে
যখন রাত্রি হয়, একা শুয়ে
ঠিক বুঝতে পারি এ তোমাকে
হারানোর ব্যথা, আজ যন্ত্রণাদের
উল্লাসে ফেটে পড়বার দিন।

আমি মানুষ মানিনি, দেখিনি ঈশ্বর
চিনেছিলাম শুধু প্রেম,
সে প্রেম আজ হয়ে গেছে
পৌষে ঝরে যাওয়া রাতের রূপালী শিশির।

২০.১২.২০১২

ডিসেম্বর একটা নদী

এ নদীটাই আমার ছিলো
এ নদীটাই তোর,
এতোকিছু আনলো নদী
আনলো না তো ভোর।

প্রথম দেখা, প্রথম সঙ্গম
এ নদীতেই এসে,
থেমেছে সাধের জীবন
গেছে এ নদীতেই ভেসে।

৩০.১২.২০১২

জলজসূত্র

চিনে রেখেছি নিঃশ্বাসের গন্ধ, মনে রেখেছি ওচোখের গভীরতা, আর কিছু রাখতে পারিনি- যা কিছু ছিলো রাখার। ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে সাগরের কাছে চেয়েছি জল- আকাশে উড়েছে ধূলি, মনে ধরেছে রং পাকাবসন্তের। ফিরে আসেনি নিঃশ্বাস- ফিরে পাইনি ওচোখ সমান গভীরতা। ভালোবেসে দিগন্তে উড়ে গেছে গাঙচিল, ফিরে এসেছে হৃদয়ে জলীয়বাস্পের আদ্রতা নিয়ে।

আসলে ফিরে পাওয়ার কিছুই ছিলোনা- সবটুকু উড়ে গেছে রিসাইকেলিং জলজসূত্র মেনে।

০১.০১.২০১৩

নিটোল নিবাস

ঘুমের ভেতর নেমেছি জলমহলে, একে একে মৎস্যকন্যারা খুলে ফেলছে বক্ষবন্ধনী, রূপালী শরীর জুড়ে অবিশ্রাম খেলে যাচ্ছে জলের কম্পনধারা। থ্রার্টি টু সেই থেকে লেগে আছে চোখের ভেতর... মৎস্যপরীরাও দেখি এচোখের ভাষা বোঝে!

০১.০১.২০১৩

প্রেমপুরাণ

স্বপ্নাবিষ্ট মানুষের মতো দ্রাঘিমাংশে ঝুলে ছিলো মন, পাপ-পূণ্য যথোপযুক্ত হিসাবের খাতায় শূণ্যফল, নিতান্ত শোকতাপে বিযুক্ত মন নিয়ে প্রতিমার গায়ে জড়িয়েছি নতুন কাপড়, স্বর্ণালংকার খচিত সে এক মাটির প্রতিমা। স্বর্ণমন্দিরে তবু তার দেবীরূপে বোধন হয়ে সারা! প্রায়যুগ কল্পনার সমীকরণে কেবল বিমর্ষতার কালো মনসাপুরাণ।

ওগ্রামে যিশু ছিলেন না, সয়ং প্রেমদেবী আফ্রোদিতি যজ্ঞে বসেছিলেন হিন্দুপুরাণে এসে। ভেঙ্গে গেছে শতাব্দি, ছিঁড়ে গেছে পুঁথিপাঠের গ্রন্থপাতা, প্রেম উড়ে গেলে কিছুই থাকেনা আর উল্লাসিত মেঘের দেয়ালে।

০৬.০১.২০১৩

ইচ্ছে

বৃষ্টির কাছে প্রার্থনা করবো না কখনও
কখনও সাগরের কাছেও না
বলবো না এই পাথরদৃষ্টি গলিয়ে দাও
মোমের মতো।
এই দৃষ্টি আমার গৌরব, এই কণ্ঠ আমার মূলধন।
যাকিছু বিনিয়োগ করছি-
তার সবটুকু তোমার কাছে পাওয়া,
নতুন আরেক জন্ম হলে, ইচ্ছে শুধু
তোমার কাছে যাওয়া।

১৪.০৩.২০১৩

দুঃখসুরা

ভেঙ্গেছি পিন পতনের নিস্তব্ধ নিরবতা
তখন চলছিলো মনজুড়ে খেয়ালের
বিলম্বিত একতাল চব্বিশ ঘের,
আকাশের কাছে মন্ত্র শেখার
তখনও বাকি ছিল ঢের।
অবিশ্বাসের স্বপ্নবাহন এনেছে মনে
নিরবিচ্ছিন্ন তানপুরা,
মন শুধু মগ্ন ছিলো দিনরাত
আবেশিত দুঃখসুরা।

১৭.০১.২০১৩

সাদৃশ্য

কুকুরটার যে বাচ্চাটি অপেক্ষাকৃত নিরীহ
অপেক্ষাকৃত দূর্বল হয়ে পড়ে অন্যদের
সাথে দুধ খাওয়ার প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে।

ক্ষীণদেহী কুকুরছানাটি
আমার গাল চেটে দেয়-
আমি ওর চোখের ভেতর দেখি
আমার মুখাবয়ব।
ঠিক আমার মতো জলছলছল
দু'টি চোখ, ভাঙ্গাচোয়াল।
শুধু আমার মতো কপালে- চিন্তায়, বিস্ময়ে
বলিরেখার ছাপ দেখি না।

১৯.০১.২০১৩

বৃক্ষপুরাণ

রোপিত বৃক্ষরা কতো দ্রুত বেড়ে উঠে
বীজবপণের স্বাক্ষীসবুদ রেখেছি ধরে
এরপর অঙ্কুরিত চারাগাছ চোখের সামনে
কেমন ডাল-পাতার বিস্তার ঘটায়।
কেমন আগুন লাগে শরীরে বসন্ত বয়সে
পুড়িয়ে দেয় বৃক্ষ দু'চোখের দৃষ্টি, মনের রেণু
চোখের সামনে বেড়ে উঠা শরীর জুড়ে
বিস্তৃত সবুজ যৌবন খেলা করে হাওয়ায়।
পাখীরা আসে, উড়ে যায়, বসন্ত কোকিল
খেলা করে বৃক্ষের সমস্ত বুক জুড়ে, মন জুড়ে।
অচেনা বণিক ফল খায় মধুমাস ভরা জ্যৈষ্ঠে।
আমি কেবল নিরব দৃষ্টি দিয়ে দেখি-
রোপিত বৃক্ষরা কতো দ্রুত বেড়ে উঠে
আর আগুন ছড়িয়ে বসন্ত বাতাসে- কোকিলের আদরে
কেমন পর হয়ে যায়।

০১.০২.২০১৩

অতৃপ্ত চোখের বিশ্বাস

গন্ধ চিনে চিনে পৌঁছে যাবো তোমাদের গ্রামে- চিনে রেখেছি শুভ্র স্তনের সুখ, চিনে রেখেছি বুকের ঢেউ। বৃষ্টিভেজা শরীরের স্কেজ মনে হলে এই ফাল্গুনে 'ঘনঘোর বরষা'র প্রচ্ছদ আঁকি আনমনে। অতৃপ্ত চোখের বিশ্বাসে বিঁধে আছে স্বপ্নকুমারী, তুমিই মায়াবতী আফ্রোদিতি। ছুঁয়ে দেখা দুরন্ত সেই বাঁক আজও অমলিন, নদীর কিনার জুড়ে এখনও অঙ্কুরিত সবুজ বনভূমি। এতো দিনেও ঝর্ণার জলপতনের শব্দে একটু ছোঁয়নি বিবর্তন।

১৯.০২.২০১৩

তানপুরার তারগুলো ডেকে ওঠে তোমার নামে

ভোর হলে তানপুরার তারগুলো ডেকে ওঠে তোমার নামে
অনবরত বেজে চলে জীবিত নিউরনে, স্বত্ত্বায়
মিশ্রভৈরবী কিংবা বিহাগ সব সুরে সমান
কেঁদে যায় আঙ্গুলের আঁচড়ে হৃদয়সেতার।

স্মৃতি যখন সরব হয়- তুমিই ছিলে সুরমন্ডলের পেলব
সুখস্রোত জীবনে আমার, এর চেয়ে বড় সত্য নিয়ে
কোন রাগিনী বাঁধেননি আমার পরমগুরু।

বাঁশিতে যে রাগ সেঁধেছিলাম গতজন্মের শেষরাতে
মুখভর্তি রক্ত উঠেছিলো- শুধু তুমি
আসোনি আমার মৃত্যুর শেষকৃত্যে।

তবু,
নতুনজন্মে; পুনরায়-
ভোর হলে তানপুরার তারগুলো তোমার নামে ডেকে যায়।

০৫.০৩.২০১৩

যখন ঢুকে যাই কুকুরের খোলসের ভেতর

প্লানচেট শিখিনি, তান্ত্রিকতাও নেই ভাগ্যরেখায়
চলে যাওয়া আত্মায় বিলিন হতে পারি না তাই
শুধু মাঝে মাঝে পথের কুকুর হয়ে দেখতে পারি
মানুষের কষ্টগুলো কেমন বেজে চলে মধ্যরাতের
বেহালার মতো...

কুকুর হলে কষ্টগুলো উবে যায়, ভুলে যাই
রবীন্দ্রসংগীতের চেনা সুর, চেনা রাগ- ইমন, বিহাগ।
মানুষের কষ্ট মনে হয় সবচেয়ে বেশি- মানুষের অহংকার
তৃষ্ণা, অবিশ্বাস, অক্ষমতা অসীম সমুদ্রের মতো
আত্মঅহংকারের সব সুখ আর আত্মপ্রবঞ্চনার সব কষ্ট
ভুলে যাই যখন ঢুকে যাই কুকুরের খোলসের ভেতর...

১৬.০৩.২০১৩

চিরবন্ধ দরজা

(হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা
চিরবন্দি ভালোবাসা প্রাণপিঞ্জরে... -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চিরবন্ধ দরজার সম্মুখে এসে থেমে যাই উদভ্রান্ত পথিক আমি। বাম কবাটে কান পেতে শুনি ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ শব্দ অবিরাম। আরও গভীর মনোযোগ দিলে দরজার ভেতর থেকে ভেসে আসে আমারই নাম। এতোটা পথ হেঁটেছি, এতো দুষিত শব্দ মিশে গেছে কানে- নিজেরই নামটি বড় অচেনা ঠেকে নিজের কাছে। এ দরজা ছিলো আমার পরম গন্তব্য, এ গন্তব্যই ছিলো একটা জীবন পথিক বেশে কাটিয়ে দেয়ার কারণ। চিরবন্ধ দরজার ওপারে ছড়ানো ছিটানো প্রেম-মনি-মুক্তা, বিশ্বাস-সুখ-স্বপ্ন, একটা চঞ্চলপাখি আর ভালোবেসে রাখা আমার ছোট্টনাম।

২৫.০৩.২০১৩

অভিনয়েই গেলো প্রায় দুই সিকি শতাব্দি

বোধপ্রাপ্ত নাবিকের দল বসেছে জাহাদের বারান্দায় প্রার্থনায়
আনমনে চিত্রপটে শিল্প এঁকে চলে পিকাসো
অন্তরের রোগগুলো নদীপথে দিয়েছে চালান করে
এপাড়ার ধূর্ত কবিরাজ...
বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে শেষ পর্যন্ত থলে ভরে
ফেলে আসা বিড়ালছানাটি-

আর,
সব মৃত মানুষগুলো হঠাৎ করে জেগে গেছে
কফিনের ভেতর। কোন দিন এরাজ্যে বিপ্লব হয়নি
ভালোবাসার অভিনয়েই কাটিয়ে দিয়েছি প্রায় দুই সিকি শতাব্দি।

২৬.০৩.২০১৩

কষ্টরঙ

এপাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি
একটা কুচকুচে কালো পালসারের প্রেমে পড়ে যায়।
বড় যত্নে ঢেঁকে রাখা সবুজ কচিপাতারা প্রকাশ্যে হেসে উঠে এই প্রথম।
লজ্জার লাল আবরণ উড়ে যায় তেজী গাড়ীর হাওয়ায়।
যুবতীশরীর কেঁপে জ্বর আসে- লালজ্বর, নীলজ্বর
পালসার যুবক মন বোঝে না, একাগ্রচিত্তে পড়ে চলে শরীর।
পদ্মা-যমুনার কিনার ঘেঁসে বয়ে চলে ঢেউ
রূপালী ইলিশের চকচকে পেটে ডিম আসে মৌসুমী হাওয়ায়।
ব্যবসাসফল বনিক ফিরে যায় সময় বুঝে-
পালসারের টিউবলেস চাকায় পিষ্ট হয়
এপাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির প্রেম।

২.
এপাড়ার ছেলেটি ভালো গান গায়।
রাত জেগে বুদ্ধদেব গুহ'র নায়কেরা অবিরত কষ্ট ছড়ায়
যুবকের বুকে। ঐবুক ছাড়া ছেলেটির আর কিছু নেই!
ওর চোখের সামনে কৃষ্ণচূড়ায় প্রথম ধরেছিলো রঙ,
প্রথম ঝর্ণার জলপতনের শব্দ শুনেছিলো সুন্দরী চন্দনবৃক্ষের।
আর কিছু পাওয়া হয়নি যুবকের-
মাঝে মাঝে শুধু তেজী পালসারের পেট্রোল পোড়া গন্ধ এসেছিলো
এই বসন্তের নির্মল বাতাসকে বিষাক্ত করে দিতে দিতে।

৩১.০৩.২০১৩

আমি

সাতটি নারীভোগের পর যখন আমার অষ্টম নম্বর প্রেমটি ভেঙ্গে যায় সিক্তঠোঁটের মধু পান না করেই তখন বিরহে পুড়ে যাওয়া এই হৃদয় নিয়ে আমি চিন্তা করতেই ভুলে যাই ঠিক এই সময়েই হিমালয়ের পর্বতগুহাগুলোতে নাগা সন্যাসীরা সহস্র বছর ধরে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। খাদ্য-বস্ত্রছাড়া কাটিয়ে দিয়েছেন হিমশীতল প্রতিটি শীতকাল কোন নারীর স্পর্শ ছাড়াই। পৃথিবীতে আর কোন দিন তাঁরা নারীভোগ করবেন না। কোন দিন ঢাকবেন না শরীর নরম কাপড়ে- ছাই মেখে কেটে যাবে পৃথিবীর বাঁকি দিন-রাত্রিগুলো। এই কষ্ট কোন দিন আমাকে ছুঁয়ে যাবে না।

ফেসবুকে আমি যখন বসে থাকি চ্যাটবক্স ওপেন করে নিদারুণ কষ্টে কেটে যায় সময়, দু'দিনের না দেখা অপরিচিত মেয়েটির নিরবতায় কষ্টে নীল হতে থাকি। একবারও মনে পড়ে না- ঠিক এই সময় পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পতিতাপল্লীতে কোটি কোটি গণিকার মধ্যে হাজার হাজার নারীর এই মুহূর্তে সতিচ্ছেদ হবে। চোখের জলে তৈরী হবে আরো অনেক মহাসমুদ্র। রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে পৃথিবীর নরম বিছানাগুলো। তাদের সৎ প্রেমিকেরা আর কখনই তাদের ফিরিয়ে নিতে আসবে না। তাদের কষ্টের দীর্ঘশ্বাস আমার নিশ্বাসে মিশবে না কখনই।

আমার আপদমস্তক দারিদ্রতা আমাকে বন্দি করে রেখেছে সব উপভোগের তৈজস থেকে। এই আক্ষেপে যখন পুড়ছে আমার বুক তখন একবারের জন্যও আমার মনে পড়ে না- ঠিক এই মুহূর্তে কয়েক লক্ষ কারাগারে বন্দিদের করুণ মুখ, রাত জেগে বন্দি থাকা গার্মেন্টস কর্মীদের ঢুলুঢুলু চোখ, এই মুহূর্তে ধর্ষিত নারীর আকুতি, এই সময় ঘটে যাওয়া আত্মঘাতি বোমা হামলায় নিহত-আহতের প্রাণ বিদির্ণ করা কষ্ট...

সকল সৃষ্টি নিয়ে স্রষ্টার মহাঅস্তিত্ব তবু আমার মনে পড়ে না কিছুই, কোন দিন, কখনই।

১২.০৪.২০১৩

এতো কিছু চাইনি আমি

আরে না এতো কিছু চাইনি-
মোবাইল নেটওয়ার্ক, ফেসবুক, থ্রিজি, ফোরজি, টাইম মেশিন
এতো কিছু চাইনি
শুধু চেয়েছিলাম একটুকরো আলো, যাতে মানুষগুলোর হৃদয় দেখা যায়...
অথচ ক্রমশ অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে
মানুষের মন,
মানুষের হৃদয়,
মানুষের সৌন্দর্য।

এতো কিছু চাইনি আমি,
শুধু না পাওয়া ঐটুকুই চেয়েছিলাম।

১৬.০৪.২০১৩

স্ববিরোধ

প্রতিদিন মুছে দিই স্লেটে লেখা নাম
নইলে আমার নামটিও লেখা থাকতো
প্রেমঅপঘাতে মৃত মানুষগুলোর পাশেই।
আয়নায় ভেসে উঠতো আমারই মুখ
পোড়োবাড়ির বৈঠকখানায়।

ক্রমাগত ভুলে যেতে থাকি আদিঅক্ষর
ক্রমাগত ডুবে যেতে থাকি নতুন নদীর স্রোতে
ক্রমাগত আবিস্কার করতে থাকি নতুন সমুদ্র...

প্রেমের পথে বণিক সেজেছি- অমরাত্মার
খোঁজ নিয়ে কখনও পৌঁছুতে পারিনি প্রেমপুরাণ পর্যন্ত
ক্লান্ত চোখের অন্ধকারে কখনও ফুটে ওঠেনি
সাফল্যগাঁথার সবুজ বিশ্রাম।

১৮.০৪.২০১৩

নুনজলের স্বাদ

কালো পাহাড় চূঁড়ায় ছোঁয়ালে ঠোঁট
ভাটির দেশে উর্বর জমিনে নেমে আসে
নুনজলের স্রোত;
কতো দ্রুত ভাষান্তর করে ফেলে শুভ্র সে মোমের পাহাড়!
প্রথমবেলায় মূর্খ কৃষকের ভুলে জমিনে ঝরেছিলো
রক্ত, আহ! কি রক্ত, সেদিন রক্তিম নাঙলফলা।
এতো দিনে নুনজলের স্বাদ নিতে শিখে গেছি-
মুখ ডুবিয়ে নালায়, মুখভর্তি নুনজল
জিহ্বায় অলৌকিক স্বাদ!

ইদানিং নাঙল-জমিনে সখ্যতা বেড়েছে খুব-
পরস্পর দু'জন দু'জনকে নিয়েছে চিনে...।

০৩.০৬.২০১৩

তলানীপ্রেম

পুরাতন মদের বোতলে জমিয়ে রেখেছি তলানীপ্রেম
ঐটুকু শুকলেই নেশা লেগে যায়, গেলাস ভর্তি ভদকা-হুইস্কি
একটুও টলাতে পারেনা মাথা।

আজীবন বন্দিমন তোমার খাঁচায়, নীলাকাশ দেখেও
সাধ হয়না কোন দিন উড়ে যাবার
এ প্রেম আমার প্রাগৈতিহাসিক প্রেম
এ প্রেম আমার প্রস্তরযুগের প্রেম।
ইলেক্ট্রিক চুল্লির কাছে এখনও ম্লান হয়নি মোটেও
পাথরঘষা আগুন-
সে আগুন ছিলো আমার প্রথম জ্বলে ওঠা।

০৬.০৭.২০১৩

আমার কোন ঈশ্বর নেই

সুগন্ধি ফুলগুলো যেখানে গিয়ে থামে
আমি সেখানেই থিতু হতে চাই
জন্ম নিয়ে কোন আক্ষেপ নেই-
মৃত্যুর অহংকার গর্বিত করে না কখনও
শুধু নিরেট বর্তমান নিয়েই আছি-
এই বর্তমান আমার ঈশ্বর...
লাইফ সাপোর্টে বেঁচে আছি
তবু যন্ত্রে নেই কোন বিশ্বাস
সব আস্থা প্রতারক মানুষের কাছেই
ন্যস্ত রেখেছি, রাখবো-
পরের সত্যযুগ পর্যন্ত...

কতোবার বলবো- আমার কোন ঈশ্বর নেই
আমি বর্তমান বেচে খাই

২৫.০৭.২০১৩